Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৪শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৭৬ ইং 9th July 1969 | ৮-ম সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার
ঝামেলা নেই, অবাঞ্ছিত ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুল জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ঝুল, ধোঁয়া বা গন্ধহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লি

অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের নানারকম ডিজাইনের কার্ড বিক্রয়ের জন্য রাখা হয়েছে। নিয়ে অনুসন্ধান করুন।
শ্রীঅনুত্তম
পণ্ডিত-প্রেস রঘুনাথগঞ্জ

স্টুডেন্টস্ ফেভারিট
স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭৬ সাল।

॥ কে শুনে ? ॥

—০—

গত ২রা জুলাই রাজ্যের বিধানসভায় ১৯৬৯-৭০ এর যে চূড়ান্ত বাজেট প্রকাশ করা হয়, তাহাতে সরকার পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে নূতন কর বসাইয়া ও অন্যান্য সম্ভাব্য উপায়ের দ্বারা ৭৫ কোটি টাকা তোলা হইবে। চলতি অর্থ বৎসরে কিছু নূতন ব্যবস্থার দ্বারা অতিরিক্ত কর নির্দ্ধারণের দিক দেখা হইবে। রাজ্যের উপর যেরূপ আর্থিক দায় ও চাপের সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে কিছু ভাবিবার অবকাশ নিশ্চয়ই আছে। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার তদীয় কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা একাধিকবার বৃদ্ধি করিয়াছেন, সেদিকের সমতাবিধানের জন্য রাজ্য কর্মচারীদের দাবী পূরণ করিতে হইয়াছে। মহার্ঘ ও অন্যান্য ভাতা বৃদ্ধির জন্য রাজ্যের বার্ষিক ব্যয়ের দায় প্রায় ৫২ কোটি টাকা।

১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে উপস্থাপিত বাজেট বরাদ্দে দেখান হইয়াছিল ২৩৪ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা আয়; কিন্তু চলতি বৎসরের হিসাবে এই আয় ৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার মত কমিয়াছে। ভূমি রাজস্ব, দুর্গাপুর প্রকল্প প্রভৃতি নানা দিক হইতে আয় কিছুটা কমিয়াছে। আবার রাজস্ব ব্যয়ের দিক লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, প্রারম্ভিক আনুমানিক ব্যয় যেখানে ২৫৪ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকার মত ছিল, তাহা এখন প্রকৃতপক্ষে ২৮২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা হইবে।

আয়-ব্যয়ের হিসাব এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। কারণ যেখানে অতিরিক্ত কর বসাইবার ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে, সেখানে আয় এবং ব্যয় এখনও দোদুল্যমান অবস্থায় রহিয়াছে। রাজস্ব, ঋণ, বিবিধ এবং মূলধনী খাতে রাজ্য সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। মহার্ঘ ভাতা বাড়াইতে হইয়াছে; পরিকল্পনা বাবদ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য বকেয়া সুদ পরিশোধ বাবদ খরচ বাড়িয়াছে; উত্তর-বঙ্গের বন্যাত্রাণ ব্যাপারে খরচ কম নয়। তাহা ছাড়া কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশন এবং কলিকাতা ট্রামওয়েজের দায় মিটাইতে হইতেছে। কয়েকটি প্রকল্পে মূলধনীখাতে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

ঘাটতি বাজেট লইয়া যুক্তফ্রন্ট সরকার যাত্রা শুরু করিয়াছেন। অবশ্য ঘাটতি যদি অল্প হইত তবে তেমন চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু ৭৫ কোটি টাকা উঠাইতে সরকারকে খুবই বেগ পাইতে হইবে —ইহা অস্বীকার করা যায় না। রাজ্যসরকার ঘাটতি পূরণের দিকে মন দিবেন, না, রাজ্যের বৈষয়িক উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিবেন—ইহাই মূল প্রশ্ন।

আমরা আগেও বলিয়াছি যে, কেন্দ্র এই রাজ্যের প্রতি ততখানি সচেতন নন। যে সব উৎস হইতে বেশী রাজস্ব পাওয়া যাইতে পারে, তাহার উপর কেন্দ্রের একাধিপত্য; আবার কেন্দ্র রাজ্যের প্রকৃত দায় মিটাইতেও নারাজ। এই দোটানা অবস্থার মধ্যে অর্থ কমিশনের কাছে সর্বপ্রকারের আবেদন কি অরণ্যে রোদন নয় ?

মিডল স্কলারশিপ পরীক্ষায় সাফল্য

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে এবারের মিডল স্কলারশিপ পরীক্ষায় জঙ্গিপুর জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্রী সাফল্য লাভ করিয়াছে। ইহারা প্রত্যেকে মাসিক ৫ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইবে।

(১) মালবিকা মণ্ডল
(২) উৎপলা সরকার
(৩) শাশ্বতী ঘোষ দস্তিদার

একই স্কুলের তিনজন ছাত্রীর সাফল্য লাভ খুবই আনন্দের বিষয়। আমরা উক্ত স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা প্রমুখ শিক্ষিকাগণকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বাদশাহী আমলের মোহর

নবগ্রাম থানার কিরীটেশ্বরীর কাছে একটা প্রাচীন ঢিবি থেকে কয়েকদিন আগে এক কলসী বাদশাহী মোহর পাওয়া গিয়েছে। দামরুল থেকে লালবাগ থানার এলাহিগঞ্জ রাস্তার ধারে এই জায়গাটা রাজার ঢিবি নামে পরিচিত। কয়েকদিন আগে কিছু সাঁওতাল শ্রমিক চাষের জন্যে ঢিবিটি কাটছিল, সেই সময় মোহরভরা পিতলের একটা কলসী পাওয়া যায়। শ্রমিক ও অন্যান্য গ্রামের লোককে কিছু মোহর ভাগ করে দিয়ে যে লোকটি কলসীটি পায় সেই বেশীর ভাগ নিয়ে যায়। দু' চারজন লোক মোহরের ভাগ না পেয়ে নবগ্রাম থানাতে সংবাদ দেয়। পুলিশ এসে তল্লাসী শুরু করে এবং কিছু মোহর উদ্ধার করে। শোনা গেল, উর্দ্দু লেখা মোহরগুলির ওজন এক তোলার বেশী। মোট কতগুলি মোহর পাওয়া গিয়েছে তা সঠিক-ভাবে জানা যায় নি। নবগ্রাম ও লালবাগ থানার পুলিশ এখনও মোহরের তল্লাসি চালিয়ে যাচ্ছে।

বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীদের জন্য অর্ডিন্যান্স

বিনা টিকিটে রেলে ভ্রমণকারীদের জন্য আরও বেশী শাস্তির ব্যবস্থা করে রাষ্ট্রপতি এক অর্ডিন্যান্স জারী করেছেন। ১০ই জুন থেকে তা কার্য্যকরী এর ফলে বর্ত্তমানের সর্বোচ্চ ১০০ টাকার জরিমানাকে বৃদ্ধি করে ৫০০ টাকা করা হয়েছে এবং বে-আইনী ভ্রমণের জন্য উর্দ্ধতম জরিমানাকে ৫০ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১০ টাকা করা হয়েছে।

আলোকীকরণ

বিগত ৫ই জুলাই শনিবার বৈকালে রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত সমগ্র দফরপুর অঞ্চল পঞ্চায়েৎ আলোকীকরণ উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জঙ্গিপুরের জনপ্রিয় মহকুমা-শাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত ও জেলা-পঞ্চায়েৎ আধিকারিক শ্রীননীগোপাল সরকার মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন।

দরদী দাদাঠাকুর

—অবনীকুমার রায়

(দাদাঠাকুরকে আপনারা সবাই জানেন। কিন্তু তাঁর জীবনের কতগুলো স্মরণযোগ্য ছোট ছোট ঘটনা হয় তো আপনাদের অনেকেরই জানা নেই। তারই কয়েকটি তুলে ধরবার চেষ্টা ক'রেছি আপনাদের সামনে আমার এই 'দরদী দাদাঠাকুর' নিবন্ধে। লেখক)

(৫)

এই দরদী মানুষটির সহানুভূতির পরিচয় আমার ব্যক্তিগত জীবনেও বহুবার পেয়েছি। তারই এক-বারকার ঘটনা আপনাদের শোনাই।

সেটা ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ। আমরা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছি। যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বেরুলো। পরীক্ষার ফল আশানুরূপ না হ'লেও মন্দ হয় নি। বড় ইচ্ছা কলেজে পড়ি। কিন্তু অর্থসঙ্গতি মোটেই নাই। জ্যাঠামশাই স্বর্গীয় মদনমোহন রায় খুবই স্নেহশীল; কিন্তু অতি দরিদ্র। সংসার চালানই তাঁর পক্ষে দুষ্কর। আমার পড়ার খরচ যোগাবেন তিনি কি করে।

বহু চেষ্টার পর কোলকাতার কোন দূর আত্মীয়ার বাসা-বাড়ীতে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা গেল। কিন্তু তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন,—অর্থ-সাহায্য তিনি এক পয়সাও ক'রতে পারবেন না।

কলেজের বেতন আছে, বই কেনার খরচ আছে; যাতায়াতের জন্য এবং আরো কিছু কিছু খরচের জন্যও আরো কিছু টাকার দরকার। কোত্থেকে হবে ও সব। কলেজের বেতনটা যদি মাপ পাওয়া যায়, তবে দু'একটা টিউশনি ক'রে (তখনকার দিনে কোলকাতার মত জায়গাতেও অপরিচিত লোকের পক্ষে টিউশনি যোগাড় করা বড় সহজ ছিল না) কোন রকমে ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

কিন্তু কলেজের বেতন মাপ পাওয়া সম্ভব কি? বিশেষতঃ পাড়াগাঁয়ের অপরিচিত ছেলের পক্ষে।

কোন উপায় ক'রতে না পেরে বাড়ী ফিরে এলাম। আর ধরলাম অগতির গতি পণ্ডিত কাকাকে।

"আপনাকে এর একটা কোন উপায় ক'রে দিতেই হবে।"

"তাই তো রে বাবা, আমি কি কর'তে পারি। তবে কোলকাতার রিপণ কলেজের (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) প্রফেসর বিজয় বাবুর (দর্শন-শাস্ত্রের তৎকালীন অধ্যাপক বিজয়কুমার রায়) সঙ্গে কিছু পরিচয় আছে। তাঁকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি নিয়ে যা। যদি কিছু হয়।"

একটা চিঠি তিনি লিখে দিলেন।

চিঠিটার সমস্ত কথা আজ আর মনে নাই। কিন্তু এই কথাগুলো জীবনে কোনদিন ভুলবো না। 'ছেলেটার পড়ার খুব ইচ্ছা। সখ আছে, কিন্তু ধক্ নাই। যদি ওর জন্যে কিছু ক'রতে পারেন তবে সুখী হবো।'

চিঠিটা ও ফ্রি-ষ্টুডেন্টসিপের জন্য একটা দরখাস্ত নিয়ে গেলাম বিজয় বাবুর কাছে।

চিঠিটা প'ড়ে একটু মুচকি হেসে দরখাস্তের ওপর তিনি লিখে দিলেন—

'Strongly Recommended.'

তারপর তিনি আর কিছু ক'রেছিলেন কি না জানি না। তবে কলেজে আমার ফ্রি-ষ্টুডেন্টসিপ হ'য়েছিল। এবং চার বছর ধরে তা চলেছিল। এবং সেইজন্যই রিপণ কলেজ থেকে বি-এ পাশ করা আমার সম্ভব হ'য়েছিল।

একথা যখনই মনে হয়, তখনই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি এই দরদী বন্ধুর নাম।

জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার ফলাফল

—•—

এইবার জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় ১৬২ জন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৮২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং ২৬ জন কমপার্ট-মেণ্টাল পাইয়াছে। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ৪ জন প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছে তন্মধ্যে ১ জন রসায়নে লেটার মার্ক পাইয়াছে।

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

৯৮/৬৯ স্বত্ব

বাদী—ধনঞ্জয় সরকার দিং

বিবাদী - সবদর বিশ্বাস দিং

এতদ্দ্বারা থানা সাগরদীঘি অধীন মথুরাপুর জনসাধারণগণকে অবগত করা হইতেছে যে বাদীপক্ষ অত্রাদালতে ৪০২, ৪২৯, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৮, ৪২৭নং দাগের উপর দিয়া কোন প্রকার রাস্তা না থাকা বা রাস্তা স্বরূপে উক্ত গ্রামবাসীগণ এর কোন রকম স্বত্ব না থাকা সাব্যস্থে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রাপন ও mandatory injunction এর প্রার্থনায় নালিশ দায়ের করিয়াছেন। এমতে উক্ত বিষয়ে মথুরাপুর গ্রামবাসীগণের বা সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ১৯৬৯ সালের ৪।৮ তারিখে দর্শাইবেন। মথুরাপুর গ্রামবাসী জনসাধারণ এর অবগতির জন্য এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইল।

By Order
Sd/- S. C. Das
Offg. Sheristadar,
4. 7. 69 2nd. Munsif's Court, Jangipur.

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের (১৯৬৯) হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার ফলাফল

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই জানাইতেছি যে এই বৎসর রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের (১৯৬৯) হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার ফলাফল অতীব সন্তোষজনক। উক্ত বিদ্যালয়ে হিউম্যানিটিজ বিভাগে ৪৭ জন ছাত্রীর মধ্যে ৫ জন ২য় বিভাগে, ২১ জন ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে ও ১২ জন কম্পার্টমেণ্টাল পাইয়াছে।

বিজ্ঞান বিভাগে ৯ জন ছাত্রীর মধ্যে একজন কেমেষ্ট্রীতে লেটার সহ ১ম বিভাগে, ৫ জন ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে ও ১ জন ছাত্রী কম্পার্ট-মেণ্টাল পাইয়াছে।

জঙ্গিপুর মহকুমার মধ্যে উক্ত বিদ্যালয়টির সহযোগিতামূলক কার্য্যাবলী, নিয়ম, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা শিক্ষাব্রতী জনসাধারণের যথেষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করিতেছে।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮৩।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ডেণ্টাল ক্লিনিক
ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেণ্টাল সার্জ্জেন
পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের
পামারি
চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার :—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১·২৫ এক টাকা পঁচিশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৬০·০০ ষাট টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩২·০০ বত্রিশ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৮·০০ আঠার টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।